দৈনিক সংবাদ
তারিখ 26 JAN 1993
পৃষ্ঠা ৬

ভর্তি সমস্যা ঃ ভালো স্কুল; কিছু পদক্ষেপ

সেলিমা সুলতানা

আমাদের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষাবর্ষ শুরু হয় জানুয়ারিতে। কাজেই উচ্চতর শ্রেণীতে উত্তরণ ও নতুন শ্রেণীতে ভর্তি ইত্যাদি প্রক্রিয়াগুলো ডিসেম্বরের মধ্যেই সাধারণত শেষ হয়ে যায়।

অবশ্য প্রলম্বিত হয়ে তা জানুয়ারি পর্যন্তও চলতে থাকে। অভিভাবক যারা তাদের সন্তান–সন্ততিদের নতুন ভর্তি করাবেন অথবা প্রাইমারী শেষ হবার পর স্কুল পরিবর্তন করতে চান সকলেই এখন ভর্তি সমস্যা নিয়ে উৎকণ্ঠিত ও ব্যগ্র।

সব অভিভাবক চান তাদের ছেলে–মেয়েরা একটি ভালো স্কুলে পড়ার সুযোগ যেন পায়। উন্নত পরিবেশ ও শৃংখলাবোধের মধ্যে থেকে তাদের জীবনকে সুন্দরভাবে গড়ে তুলতে পারে। কিন্তু অভিভাবকদের এ আশা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দুরাশাই থেকে যায়। ভর্তি পরীক্ষার বহু আগে থেকেই অভিভাবকরা তাদের ছেলেমেয়েদের ভবিষ্যৎ সুনিশ্চিত করার আশায় গৃহে একাধিক গৃহশিক্ষক নিয়োগ করেন। নিজেরা তৎপর হন। ভালো ভালো সদ্য প্রকাশিত সহায়ক পুস্তকের শরণাপন্ন হন। তারপর নির্দিষ্ট দিনে তাদের ছেলে–মেয়েদের নিয়ে স্কুলে ভর্তি পরীক্ষার জন্য উপস্থিত হন এবং ছেলেমেয়েদের চাইতে নিজেরাই বেশি শংকা ও উদ্বেগে ফলাফলের জন্য অপেক্ষা করতে থাকেন। ফল প্রকাশের পর হতাশাক্রান্ত অভি–ভাবকবৃন্দ পুনরায় নতুন সমস্যার আবর্তে পড়েন। কোথায় তিনি তার সন্তানকে সুশিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলবেন? আবার এক স্কুল থেকে আরেক স্কুলে, অনুরোধ, ডোনেশন ইত্যাদির পর সবশেষে এক অখ্যাত স্কুলে ভর্তি করাতে বাধ্য হন– আবার পরবর্তী বছরে দ্বিগুণ প্রচেষ্টা চালাবেন তার সন্তানকে ভালো একটি স্কুলে ভর্তি করাতে এই প্রত্যাশায়।

ভর্তি পরীক্ষার সময় যে দুটো সমস্যা সাধারণত আমরা দেখি তা হল– ১। একটি শ্রেণীতে ভর্তির জন্য নির্দিষ্টসংখ্যক আসনের চাইতে বহুগুণ বেশি আবেদনকারী; ২। ভালো ও নামীদামী স্কুলগুলোতে ভর্তি হতে ইচ্ছুক প্রার্থীর সংখ্যাধিক্য।

ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাপে ভর্তি সমস্যা প্রকট থেকে প্রকটতর হচ্ছে। এ সমস্যা নিরসনকল্পে কিছু পদক্ষেপ নেয়া যেতে পারে।

আমরা জানি ও আমরা নিজেরাও চাই ছেলেমেয়েরা একটি ভালো স্কুলে পড়ুক। কাজেই ভালো স্কুলে পড়ানোর প্রবণতা ও ইচ্ছা সব অভিভাবকের। নামীদামী স্কুলে পড়ানোর প্রতি বিশেষ ঝোঁক রয়েছে কিছুসংখ্যক বিত্তবানের। সাধারণ মধ্যবিত্ত অভিভাবক চান সন্তানদের সুশিক্ষাসহ ভবিষ্যৎ জীবনের নিরাপত্তা। কাজেই সংখ্যায় অধিক এবং ভালো স্কুল আমাদের সমস্যা সমাধানের প্রথম শর্ত। সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে অধিকসংখ্যক ভালো স্কুল প্রয়োজন। ব্যাপারটি একটু বিশ্লেষণ করলে দাঁড়ায়–

ক) প্রতিটি এলাকায় অধিকসংখ্যক স্কুল নির্মাণ (সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে),

খ) প্রতিটি স্কুলে দুই শিফট চালুকরণ (এখন কিছু কিছু স্কুলে চালু রয়েছে),

গ) এলাকাভিত্তিকভাবে ভর্তি,

ঘ) প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকমন্ডলী নিয়োগ।

এখন প্রশ্ন দাঁড়াবে ভালো স্কুল বলতে কি বোঝায়? কিভাবে ভালো স্কুল গড়ে উঠবে? আমরা দেখছি বর্তমানে ভালো স্কুলগুলোতে শুধুমাত্র মেধাবী ছাত্র–ছাত্রীরাই সুযোগ পাচ্ছে। অন্য যারা ভর্তি হতে পারছে না, তারা অন্য স্কুলগুলোতে ভর্তি হচ্ছে; কিন্তু অনেকেরই মেধা সঠিকভাবে যাচাই হচ্ছে না অথবা মূল্যায়ন হচ্ছে না। এ অবস্থার নিরসনকল্পে এলাকাভিত্তিক ভর্তি বড় ভূমিকা রাখবে বলে মনে হয়। প্রতিটি এলাকাতেই দুই বা ততোধিক স্কুল রয়েছে। যে যে এলাকার ছাত্রছাত্রী তাদেরকে সেই সেই এলাকার স্কুলে ভর্তি করাতে হবে। এতে করে সব এলাকায় সমমেধার ছাত্রছাত্রী সেই এলাকার স্কুলগুলোতে ভর্তি হবে। সব মেধা শুধুমাত্র রাজধানীর গুটিকয় ভালো এবং নামীদামী স্কুলে জমায়েত হবে না। এতে করে প্রতিটি এলাকায় প্রতিটি স্কুলই চাইবে ভালো ফলাফলের ভিত্তিতে তাদের স্কুলকে একটি উন্নতমানের স্কুলে পরিণত করতে। বিদেশে এই ব্যবস্থা প্রচলিত আছে। যার ফলে সেখানে ভর্তি সমস্যার এই জটিলতা নেই। এতে করে স্কুলগুলোর মান উন্নত হবে। গুটিকয় সরকারী স্কুলে ভর্তির চাপ কমে যাবে এবং এলাকার স্কুলগুলো থেকে সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ের ব্যবধান হ্রাস পাবে।

এখন দূরশিক্ষণ, উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় ইত্যাদির মাধ্যমে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক–মন্ডলী নিয়োগও কঠিন কিছু নয়। ভালো স্কুল গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট আসন–সংখ্যা ও মেধাভিত্তিতেই ভর্তি সীমিত রাখতে হবে। এজন্য অধিকসংখ্যক স্কুল প্রয়োজন। স্কুলের মানোন্নয়ন লক্ষ্যে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক– শিক্ষিকা অত্যা–বশ্যক। এজন্য শিক্ষকদের প্রয়োজনীয় চাহিদা যতটুকু সম্ভব পূরণ করতে হবে। অনেক সময় দেখা যায় কিছুসংখ্যক ছাত্রছাত্রী বিভিন্ন কারণে (যেমন অসুস্থতা–জনিত কারণ, অভিভাবকের স্থানান্তর ইত্যাদি) এলাকা বহির্ভূত স্কুলে ভর্তি হতে পারে। এই সমস্ত ছাত্রছাত্রীকে মেধা যাচাইয়ের মাধ্যমে বা ডোনেশনের মাধ্যমে ভর্তি করানো যেতে পারে–এতে স্কুলের মানোন্নয়ন এবং উন্নয়ন কর্মকান্ডে তা সহায়ক ভূমিকা রাখতে পারে। ধীরে ধীরে এই স্কুলগুলো এলাকাভিত্তিকভাবেই এক একটি ভালো স্কুল হিসেবে গড়ে উঠতে পারে।

(লেখিকা গুলশান মডেল উচ্চ বিদ্যালয়ের একজন সিনিয়র শিক্ষিকা।)